উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 September 2019 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

বিজেপি-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে জলকামান

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলেন অমিত শা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা বিদ্যুৎ সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিইএসসির সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসে যুব বিজেপির অভিযানকে পুলিশ আধ কিলোমিটার আগে ব্যারিকেড করে আটকে দিলে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও আশপাশের এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাধে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। উত্তাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে একসময় বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অনেকের মাথা ফেটেছে। জখম হয়েছেন ৫০ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৫ জনকে। এর মধ্যে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার দেবজিৎ সরকার প্রমুখ রয়েছেন। এই খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীনই খবর যায় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছে। তিনি তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে ওই ঘটনার কথা জানালে অমিত শা টিভি খুলে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দপ্তরে ফোন করে এ ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইতে বলেন। এদিন দিল্লিতে বিজেপির রাজ্য নেতাদের সঙ্গে সর্বভারতীয় সভাপতির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ঠিক হয়েছে, এনআরসি-র প্রচারে রাজ্যে আসবেন অমিত শা। দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে অমিত শা এবং জে পি নাড্ডাকে রাজ্য বিজেপির তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মহালয়ায় আসতে পারেন জে পি নাড্ডা। পুজোয় আসতে রাজি হয়েছেন অমিত শা। একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুজোর উদ্বোধনে আসবেন বলে ঠিক হয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপ করবে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ ব্যাপারে রাজ্য সংগঠনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ওই বৈঠকে সাংগঠনিক রদবদল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিজেপি দ্রুত এই রাজ্যে সংগঠনকে মজবুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই মতো বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় বিজেপির অভিযান সামলাতে পুলিশের জলকামান। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ সিইএসসি দপ্তরের উদ্দেশে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে মিছিল রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তা রওনা দেয় ১১টা নাগাদ। বিজেপির যুব মোর্চার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে গ্রাহকদের কাছ থেকে বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বেশি টাকা লুঠছে সিইএসসি। এরাজ্যে তারা অত্যন্ত কম দামে বিদ্যুৎ কিনে তা চড়া দামে বেচছে। এই সংস্থা অন্য রাজ্যে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ বেচলেও এরাজ্যে চড়া হারে ইউনিটপিছু দাম নিচ্ছে। মিটার রিডিংয়েও কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তারা। এই নিয়েই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল বিজেপির যুব মোর্চার। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থা। রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল তারাই ঠিক করে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।' মিছিলটি পৌঁছোনোর আগে থেকেই পুলিশ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ই-মলের কাছে গার্ড রেল সাজিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে। ডিসি(সেন্ট্রাল) নীলকণ্ঠ সুধীর কুমার বিশাল পুলিশবাহিনী ও জলকামান নিয়ে হাজির ছিলেন। মিছিলটি ই-মলের কাছে পৌঁছোনোমাত্রই আটকানো হয়। বিজেপি সমর্থকরা ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বাধা না মেনে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ড় তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিজেপি সমর্থকদের লাঠিচার্জ করতে করতে তাড়া করে। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জখম হন। লাঠিচার্জের জন্য আশপাশের গলিতে ঢুকে পড়া বিজেপি সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে বের করে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে রাস্তার ওপর বসে 'অবস্থান বিক্ষোভ' ঘোষণা করা মাত্রই পুলিশ তাঁদেরও গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ধুন্ধুমার কাণ্ড চলতে থাকার সময়েই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে বসেই টিভিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের দপ্তরে ফোন করে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তিনি এরাজ্যের দলীয় নেতাদের বৈঠকেই ছিলেন। নিজের চোখে আন্দোলনের হাল দেখার পর তিনি রাজ্য নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

পানশালায় অবৈধ কাজ

তদন্তের ভার সিআইডি-কে দিতে নির্দেশ

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়িতে পানশালায় অবৈধ কাজের তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি থানা মোড়ের সিল করা গোল্ডেন ভ্যালি রেস্তোরাঁ কাম বার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মানব পাচারের অভিযোগের তদন্তের ভার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি মহিলা পুলিশ থানার হাত থেকে সরিয়ে দিয়েছে আদালত। গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার তদন্ত করবেন এডিজি সিআইডি। রিট আবেদনকারী মহিলার বয়ান জলপাইগুড়ি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করবার আদেশও দিয়েছে আদালত।

গত ১৬ জুলাই পুলিশ জলপাইগুড়ি থানা মোড়ের গোল্ডেন ভ্যালি রেস্তোরাঁ কাম বার মানব পাচার ও বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সিল করে দেয়। তারপর থেকে পুলিশ তিন দফায় অভিযুক্তের বাড়ি ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায়। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, বেশ কিছু অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয় সেখান থেকে। এই রেস্তোরাঁ কাম বারের কর্ণধার হলেন ফুলকুমারী পাসোয়ান। পুলিশের অভিযানে ১৬ জুলাই ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ওই রেস্তোরাঁর কর্ণধারের স্বামী ধরম পাসোয়ান সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২৮ জন কর্মী জামিনে মুক্ত হলেও ধরম পাসোয়ান সহ চারজন বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন। ফুলকুমারী পাসোয়ান রিট আবেদন করে আদালতকে জানান, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠান সিল করা হয়েছে। দীর্ঘদিন রেস্তোরাঁ কাম বারটি বন্ধ থাকায় তাঁর এবং কর্মীদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপর রিটে আদালতকে জানানো হয়, মানব পাচারের অভিযোগকারী হিসাবে যে মহিলার নাম পুলিশ রেকর্ডে রয়েছে তিনি আদৌ কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি। ওই মহিলা বাংলা বা ইংরেজি জানেন না। রিটে বলা হয়েছে, সাদা কাগজে তাঁকে জোর করে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল।

গত সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট আবেদনের সওয়ালে অংশগ্রহণ করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীদের পাশাপাশি সরকারপক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল। উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য দুটি রিট মামলায় নির্দেশ দেন। বিচারপতি তাঁর আদেশে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনকে গোল্ডেন ভ্যালি রেস্তোরাঁ কাম বার খুলে দিতে হবে। সেখানকার কাজকর্ম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে আবগারি বিভাগ। জলপাইগুড়ি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে রিট আবেদনকারিণীর বক্তব্য ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করতে হবে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি মহিলা থানার পুলিশকে মামলার যাবতীয় নথি চারদিনের মধ্যে এডিজি সিআইডি-কে হস্তান্তর করতে হবে।

এরপর বারোর পাতায়

পুজোর আগে শেষ হবে না দেবী চৌধুরানি মন্দিরের কাজ

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১১ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর মধ্যে শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকের মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হচ্ছে না। তবে, মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ কালীপুজোর মধ্যে শেষ করা হবে। বুধবার মন্দির পুনর্নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখতে এসে এই খবর দেন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজু দাস। তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দা ও শিকারপুর চা বাগান, জনপ্রতিনিধিদের থেকে মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ অনুমোদন করিয়ে নিতে কাজের ত্রিমাত্রিক নকশা সকলকে দেখানো হবে।

রাজুবাবু বলেন, 'শিকারপুরের এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে। আমরা মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। কাজ যেমন চলছে, চলবে। কিন্তু মন্দির এবং বিগ্রহগুলি আগের মতো ঐতিহ্য বজায় রেখেই করা হচ্ছে। মন্দিরের সীমানাপ্রাচীর, একটি ডিসপ্লে বোর্ড, টয়লেট ব্লক, পার্কিং জোন, সৌন্দর্যায়নের কাজগুলিকে আমরা থ্রি ডাইমেনশন প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবিতে তুলে ধরছি। এই কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে করা হবে। তারপর স্থানীয় মানুষ, মন্দির কমিটি, শিকারপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ, বিধায়ক ও অন্য জনপ্রতিনিধিদের আমরা তা দেখাব, যাতে পুনর্নির্মাণের পর কোনো প্রশ্ন না ওঠে। যাঁরা দেখবেন তাঁদের দিয়ে নকশার অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হবে।' এদিন রাজু দাসের সঙ্গে উদ্যান ও কানন বিভাগের উত্তরবঙ্গের ডিএফও অঞ্জন গুহ, পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সম্রাট চক্রবর্তী সহ বাস্তুকাররা এবং নির্মাণকারী সংস্থা ভিউ ম্যানেজমেন্ট কোঅপারেটিভ-এর শিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ হাজির ছিলেন।

শিকারপুর চা বাগানের ম্যানেজার সুদীপ ভৌমিক বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হোক, এটাই স্থানীয় মানুষ ও চা বাগানের শ্রমিকরা চান।' পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সম্রাট চক্রবর্তী জানান, দিল্লির বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে নকশা করিয়ে উদ্যান ও কানন বিভাগের মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে। ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, 'কাজ দ্রুতগতিতেই চলছে। দিল্লি থেকে নকশা আসতে দেরি হওয়ার জন্য কাজ শুরু হয়েছে একটু পরে।'

শিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, দেবী চৌধুরানির মন্দির পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি পাশের কালীমন্দিরের আদলেই দুর্গামন্দির হবে। চারপাশে সীমানাপ্রাচীর করে তাতে টেরাকোটায় দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের বিভিন্ন কার্যকলাপ ফুটিয়ে তোলা হবে। মন্দির প্রাঙ্গণেই ডিসপ্লে বোর্ডেও দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনের বহু মুহূর্ত বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হবে। পর্যটন দপ্তরের নির্দেশমতো কালীপুজোর আগেই মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ করা হবে।

মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা।

এদিকে, দ্রুত মন্দির পুনর্নির্মাণ করে সেখানে বিগ্রহ বসানো হোক, এটাই চান মন্দিরের পুরোহিত কমল রায়। এখন ভস্মীভূত মন্দির পুনর্নির্মাণের মধ্যেই মন্দিরের মেঝেতেই নিত্যপুজো করছেন তিনি। মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজে যাতে কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য মন্দিরে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। চা বাগান থেকে বিদ্যুতের অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য।

রাস্তা দখল করে দোকান

বাইক-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু

লাটাগুড়ি বাজারের যে জায়গায় দুর্ঘটনা হয়েছে তার পাশেই জাতীয় সড়ক দখল করে সপ্তাহে দু'দিন বুধবার ও শনিবার সবজির হাট বসে, যার জন্য যানজট হয় ওই পথে।

লাটাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বাইক ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু হল। বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ি বাজার এলাকায়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বেই এদিন লাটাগুড়ি হাটে জাতীয় সড়ক দখল করেই সবজির দোকানদাররা পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। দিনকয়েক আগেই এভাবে রাস্তা দখল করে হাট বসার জন্য দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে খবর প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। এদিন দুর্ঘটনার জেরে নড়েচড়ে বসেছে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও হাট ব্যবসায়ী সমিতি। আগামী হাটের দিন ওই সব দোকানদারকে জাতীয় সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

দ্রুত ওই সব দোকানদারকে জাতীয় সড়ক থেকে তুলে অন্য জায়গায় বসানো হবে।

-মহুয়া গোপ
সহসভাপতি, মাল পঞ্চায়েত সমিতি

এদিন একটি বাইকে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোঘরিয়া ডাঙ্গাপাড়ার দুই যুবক দিলীপ রায় (২৪) ও সঞ্জিত রায় (২৩) বাইকে করে লাটাগুড়িতে তাঁদের আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। এই দুই যুবকই কেরলে কাজ করতেন। দিনকয়েক হল তাঁরা বাড়িতে ফেরেন। এদিন এই দুই যুবক লাটাগুড়িতে আত্মীয়ের বাড়িতে দেখা করে দুপুর আড়াইটে নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। লাটাগুড়িতে সিপিএমের অফিসের সামনে চালসাগামী একটি লরির সঙ্গে তাঁদের বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের।

লাটাগুড়ি বাজারের যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি হয়েছে তার পাশেই জাতীয় সড়ক দখল করে সপ্তাহে দু'দিন বুধবার ও শনিবার সবজির হাট বসে। যার জন্য যানজট হয় ওই পথে। এদিনও জাতীয় সড়ক দখল করে বহু সবজির দোকান বসেছিল। এদিনের ঘটনার পর অবশ্য আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগবন্ধু সেন বলেন, 'আগামী বুধবার জাতীয় সড়কে থাকা ওই সমস্ত দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হবে।' লাটাগুড়ি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দিব্যেন্দু সাহা বলেন, 'যাঁরা জাতীয় সড়কে দোকান দেন তাঁরা আমাদের সংগঠনের কেউ নন। তাঁদের প্রশাসন তুলে দিলে আমরা প্রশাসনকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করব।' মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'দ্রুত ওই সব দোকানদারকে জাতীয় সড়ক থেকে তুলে অন্য জায়গায় বসানো হবে।'

ক্রান্তি ফাঁড়ি সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও লরিটি আটক করা হয়েছে। লরির চালক পলাতক। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

লাটাগুড়ি বাজার এলাকায় লরি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা

পুজো সংখ্যার স্বাদ মিশেছে বাঙালির রক্তে

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
লেখক

শারদোৎসবের যত অনুষঙ্গ আছে পুজো সংখ্যা তার মধ্যে একটি। পুজোর ছুটিতে পছন্দের পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ডুবে যাওয়া মননশীল বাঙালির কাছে এক আলাদা আকর্ষণ। ৩০-৩৫ বছর আগেও পুজো সংখ্যা ছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে ছিল বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। সেসময় বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল হরেকরকম পত্রপত্রিকা। ধারাবাহিক উপন্যাস, ভালো গল্প, কবিতা কিংবা মননশীল প্রবন্ধপাঠের সুযোগ মিলত সে সব পত্রিকায়। সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম প্রিয় পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য।

সমসাময়িক লেখকরা কে কেমন লিখছেন সেটা জানার আগ্রহ থেকে অনেকগুলি পুজো সংখ্যা কিনে ফেলি প্রতিবছর। সময়ের অভাবে সব আর পড়া হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের স্কুলবেলায় পুজোর ছুটি কাটত আনন্দমেলা বা কিশোর ভারতীর পুজো সংখ্যায় ডুবে থেকে। দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হত হার্ডবাউন্ড পুজো সংখ্যা। লিখতেন সেসময়ের নামজাদা লেখক-সাহিত্যিকরা। থান ইটের মতো একটা গোটা বই পড়া হয়ে যেত দু'চারদিনে। তখন অবসর ছিল পাঠকের। ঘড়ি ধরে লেখার ব্যস্ততা ছিল না লেখকদেরও। কোনো না কোনো সম্পাদকের বিবেচনা থেকে উঠে আসতে পারতেন অখ্যাত লেখক। তাঁদের নির্বাচনে

থাকত না সাহিত্যগুণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পক্ষপাত।

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একদা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'পূর্বাশা', 'অগ্রণী', 'মাসিক বসুমতী'র মতো পত্রিকা ছিল। কিন্তু সারাবছর ধরে সৃষ্টিশীল লেখকদের লেখা ছেপে যেতে পারে এমন পত্রিকার সংখ্যা এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। পালটে গিয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের ম্যাগাজিনের ধরন। এমন অনিশ্চিত সময়ে কিছুটা বাঁচার পথ দেখিয়েছে পুজো সংখ্যাই। সাহিত্যিক ও সাহিত্য পাঠকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির সূত্রটি পুজো সংখ্যা না থাকলে হারিয়ে যেত। এক হিসেবে পুজো সংখ্যাই এখন জোগান দেয় বাঙালির সাহিত্যপাঠের খোরাকের মোটা অংশ। লেখকরাও নিজেদের তৈরি রাখেন সেভাবে।

ছাপার কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পুজো সংখ্যার দাম। পাল্লা দিয়ে কমে আসছে ক্রেতার সংখ্যা। কিছু পরিবারকে জানি, যাঁরা পাঁচ বছর আগেও কিনতেন তিন-চারটি পুজো সংখ্যা। এখন কেউ কেনেন একটি, কেউ দুটি। কিছুই কিনবেন না ভেবেও কেউ শেষপর্যন্ত কিনে ফেলেন একটি। আসলে পুজোর মতোই পুজো সংখ্যার স্বাদ ঢুকে গিয়েছে বাঙালির রক্তে ও অভ্যাসে।

গত বছর এক ডজন পুজো সংখ্যা কিনেছিলাম। সেগুলি ঘাঁটতে গিয়ে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি চোখে পড়ল তা হল, প্রতিটি পত্রিকাতেই উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনি প্রকাশের দিকে ঝোঁক। এই প্রবণতার এমন অর্থ করে নেওয়া যায় যে, পুজো সংখ্যা নাম দিয়ে প্রকাশকরা যা উপহার দিচ্ছেন পাঠককে, তা আসলে উপন্যাস সংখ্যা। নিজে গল্প, উপন্যাসের লেখক হয়ে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শুধুই উপন্যাস বা কাহিনিধর্মী রচনা প্রকাশের এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি সুবিচার করে না। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক রচনাপাঠে বাঙালির আগ্রহ আর নেই।

আশা করা যায়, পুজো সংখ্যার পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও মননশীলতার অভাবজনিত এই দৈন্যের দিকটি সামাল দিতে এগিয়ে আসবেন প্রকাশকরা। কারণ ঝুঁকির দায় নিতে হয় তাঁদেরই। পাঠকের মনে পুজো সংখ্যার নেশাটি নিখুঁতভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে রুচিবদল ঘটালে লাভবান হবেন উপন্যাসের লেখকরাও। উপকৃত হবেন পাঠক। কেননা সৎ সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় মননশীলতার ও সাহিত্যবোধের। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণাও থাকা জরুরি।